চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

রাজভবন-অন্তঃপুর সরলা ও গুণমণি।

গুণ। এই মুক্তোর মালা ছড়া গলায় দাও। আর কেন?

সরলা। মা, মালা আমার গলায় দিতে এস না, আমি ছিঁড়ে ফেলে দিব।

গুণ। ছিঃ, তুমি অমন কর্‌ছ কেন, তুমি রাজার রাণী হয়েছ, মনি মুক্তোর আভরণ পর্‌বে, সোণার খাটে বস্‌বে, রূপোর খাটে পা দিবে, তোমার কি এমন ধরাসন শোভা পায়? দেখ দেখি, মহারাজ তোমায় কত ভাল বাসেন।

সরলা। (ক্রন্দন) হায়, কি পাপের হাতেই পড়্‌লেম, একে আমার শোকে তাপে হৃদয় দগ্ধ হচ্ছে, তার উপর আবার পাপের প্রলোভন!! গুণ! যদি আবার তুমি আমায় ও কথা বল্‌বে, তবে আমি তখনই প্রাণ পরিত্যাগ কর্‌ব! (ক্রন্দন) হায়! প্রাণনাথ বিদায়-কালেও না তুমি বলে গিয়াছ, "আমি তোমার সিংহ স্বামী, কার সাধ্য তোমাকে স্পর্শ করে।" এখন নাথ! আমার দশা একবার এসে দেখ।

গুণ। ছিঃ, অমন অধৈর্য্য হলে কেন, তুমি বড়ই অবুঝ মেয়ে, দেখ, মহারাজ তোমারে বিয়ে কর্‌বেন, কত সুখে থাক্‌বে, তাতে কি অমন কত্তে আছে। আমরা হলে এখনই নেচে দাঁড়াতেম।

সরলা। আমি দুখিনী আমার ভাগ্যে আর সুখ নাই। তা

হলে আর এমন হবে কেন ? গুণ ! তোমার পায় ধরি, মহারাজকে আমায় ছেড়ে দিতে বল, তাঁর ধর্ম্ম হবে, তোমারও ধর্ম্ম হবে। আর আমায় এ অবস্থায় কদিন্ রাখ্‌বে, আমি অনাহারে প্রাণত্যাগ কর্‌ব। তাতেও ত তোমার রাজার কলঙ্ক হবে, গুণ, তোমার পায় ধরি, আমারে দিয়ে এস, আমি একবার চন্দ্র সূর্য্যের মুখ দেখি, একবার হৃদয়ের দ্বার খুলে উচ্চস্বরে, প্রাণনাথের নাম স্মরণ করে কাঁদি। আমারে আর অমন্ করে দুদিন রাখ্‌লেই আমি পাগল হব, নিশ্চয় বল্লেম। নিশ্চয়ই আমি পাগল হব, (ক্রন্দন) হায় হায় কপালে কি এতও ছিল !

শম্ভুজীর প্রবেশ।

শম্ভু। ও গুণ ! তোরা কি কচ্ছিস্ ?

গুণ। আজ্ঞা, আজ্ঞা।

শম্ভু। একি, গহনা গুলি যে পর্‌তে দাওনি ?

গুণ। না, মহারাজ, ইনি গহনা পরবেন না। আর দেখুন ক্রমাগতই কাঁদছেন।

শম্ভু। হুঁঃ আচ্ছা, তুমি যাও, দেখি আমি সান্ত্বনা কর্ত্তে পারি কি না, আভরণ গায় পরাতে পারি কি না।

[মৃদু হাসিয়া গুণমণির প্রস্থান।

শম্ভু। (সরলার নিকটে গিয়া) এত কাঁদাকাটি কেন ? কাঁদ্‌ছ কেন, তোমার কান্না শুনে আমার বড়ই কষ্ট হচ্ছে, ছিঃ কেঁদ না।

সর। মহারাজ ! আপনার পায় ধরি আমায় দিয়ে আসুন।

শম্ভু। প্রিয়ে ! আর অমন করো না, দেখ তোমার জন্য আমি পাগল হয়েছি,তবু কি তোমার দয়া হবে না, দেখ তুমি অন্ন

জল ত্যাগ করেছ দেখে, আমিও আহার ছেড়েছি, তোমাকে ভেবে ভেবে আমার শরীর শুষ্ক হয়ে গেল, এত দিন, এত আরাধনা যদি দেবতাকে কর্‌তাম,তবে দেবতাও আমার প্রতি প্রসন্ন হতেন, প্রিয়ে! তোমার হৃদয় কি পাষাণে নির্ম্মিত? সরলে! আমার মাথা খাও, ভাল করে আমার সঙ্গে কথা কও, আর তোমার এ ভাব পরিত্যাগ কর।

সর। (ক্রন্দন) মহারাজ! আপনি প্রজাপালক, ধর্ম্মের রক্ষক, তবে সতীর প্রতি এত নিগ্রহ কেন? আপনার পায় ধরি আমায় ছেড়ে দিন,বৃথা কেন আমার প্রতি প্রণয়-সম্ভাষণ করে পাপগ্রস্ত হন, সীতার শাপে, দশাননের আয়ুক্ষয় হলো, তাকি আপনি জানেন না?

শম্ভু। আমি যখন আসি, তখনই তুমি এই কথা বলে আমায় জ্বালাতন কর, তোমাকে এত অনুরোধ করেও আমার প্রতি সদয়া কর্‌তে পাল্লেম না, সরলা, তুমি যদি, আর এমন কর, তা হলে তোমার সাক্ষাতেই আত্মহত্যা কর্‌ব। সরলে! আমার যত ঐশ্বর্য্য সম্পত্তি, সকলই তোমার, আমিও তোমার, এততেও কি সদয়া হবে না?

সর। মহারাজ! আপনার পায় ধরি, আমাকে আর কিছু বল্‌বেন না। আমি শোকে অস্থির হয়েছি, এর পর উত্তেজনা কর্‌লে আমি পাগল হব, জগদীশ্বর আমায় দুঃখিনী করেছেন; জগদীশ্বর আমায় অনন্ত শোকসাগরে ভাসিয়েছেন, আর কি আমার জগতে সুখ আছে? (ক্রন্দন) হা প্রাণেশ্বর! তুমি এ সময় কোথায়? দুঃখিনীরে বিপদ হতে উদ্ধার কর এসে।

শম্ভু। সরলা, আমি তোমাকে এত সাধ্যসাধনা কল্লেম, তবু তুমি কাঁদ্‌ছ, আর আমার কথার বাধ্য হচ্ছো না, তুমি জান আমি

ইচ্ছা করলে, এখনই তোমার পিতা মাতার মুণ্ডচ্ছেদ করতে পারি, তোমারও পারি।

সর। (কাঁদিয়া) মহারাজ, তাও হয়েছে, যখন ছলে বন্ধুর প্রাণ নাশ করেছেন, তখন আমার মুণ্ড চ্ছেদ আর বাকি নাই। আর যখন বলপূর্ব্বক আমায় বাড়ী হতে চুরী করে এনেছেন,তখন পিতা মাতার মুণ্ডও একপ্রকার চ্ছেদ করেছেন, হায়! এই কি রাজার কার্য্য, মহারাজ! ভালচান্ ত আমায় ছেড়ে দিন্। ও ভয়ে আমি কম্পিত নই,আপনার এ সকল ভাল চিহ্ন নয়,এ মহা অধর্ম্ম এক মুহূর্ত্তও সহ্য হবে না, মহারাজ,! আমি যদি সতী হই, আমি যদি পতিপ্রাণা হই, আমার মনোবেদনা অবশ্যই জগদীশ্বর জান্-বেন। এ দুঃখিনীর ক্রন্দনে অবশ্যই তাঁর আসন কম্পিত করবে মহারাজ! এ মড়ার উপর আর খাঁড়ার ঘা দিবেন না।

শম্ভু। (সক্রোধে) কি, এত বড় আস্পর্দ্ধা, ব্যভিচারিণি! তোর বিবাহ আমার সঙ্গে হবে,এ ত বহু কালের কথা,এর মধ্যে অন্যগতা হয়েছিলি? (অসি নিষ্কোসিত করিয়া) এখনি তোরে উচিত শাস্তি দিব, পাপীয়সি, কলঙ্কিনি, পিশাচি!

সর। (ক্রন্দন করিয়া) এ কলঙ্কিনীকে ছেড়ে দিন্।

শম্ভু। শাস্তি না দিয়াই বুঝি ছেড়ে দিব, বল্ এখনও বল্ যদি আমার কথা শুনিস্, তবে তোর এঅপরাধ মার্জ্জনা করব, না হয় এখনই এক আঘাতে দুই খণ্ড করে ফেলব।

সর। (ক্রন্দন) মহারাজ! আপনার পায় ধরি আমাকে কেটে ফেলুন, আমার মুক্তি হোক। ও মা মাগো, তুমি কোথায়? (ক্রন্দন)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

আয়না—মহাল।

শম্ভুজী আসীন।

শম্ভু। (স্বগত) এত করেত ছুঁড়ীর মন উঠাতে পারিলাম না, যা হোক্, কাল বিশেষ করে দেখা যাবে, কাল ওর এক দিন, কি আমার একদিন। সম্মত না হয় বল প্রয়োগ কর্‌ব। তবুও যদি বাধ্য না হয়, খড়্গাঘাতে খণ্ড খণ্ড করে ফেলে দেব। দুশ্চারিণী আমার সঙ্গে এত দূর নিষ্ঠুর ব্যবহার কল্লে, হত-ভাগিনী আজ্ আমায় বড় মনঃপীড়া দিয়াছে, এর উচিত শাস্তি ওকে দিতে হইবে। যা হোক্, এখন মন্ত্রীকে ডেকে কিছু আমোদ প্রমোদ করা যাক্, (উচ্চস্বরে) কে আছিস্ রে।

প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহ। দাস উপস্থিত।

শম্ভু। মন্ত্রীকে ডেকে আন্।

প্রহ যে আজ্ঞা, মহারাজ!

[প্রস্থান

(নেপথ্যে রুনু রুনু বাদ্য)।

(বিস্মিতভাবে) কেও?

মতিজানের প্রবেশ।

মতি (বিনম্রভাবে) জনাব! বন্দেগী।

শম্ভু। (হাস্য) কি মতিজান্ এসেছ, এস, আজ যে বড় শক্ত ফাঁদ পেতে এসেছ।

মতি। (উচ্চহাস্যে) মহারাজ! ফাঁদ কি ভাল হয়েছে?

শম্ভু। (হাত ধরিয়া বসাইয়া) হাঁ ফাঁদ দিব্য পাতা হয়েছে, শিকারও বেঁধেছে, এখন বাণ ক্ষেপণ কর্‌লেই সর্ব্বনাশ। (হাস্য)

মতি। (সাহ্লাদে) তবে বাণ ছাড়ব্?

শম্ভু। (সহাস্যে) ছাড়।

মতি। (কটাক্ষ পূর্ব্বক নিকটে আসিয়া) তবে এই ছাড়্‌লেম।

রাগিণী বসন্তবাহার—তাল আড়া।

প্রেম-কুসুম-বাণ ক্ষেপণ করিব।
শ্রবণ জ্ঞান প্রাণ সহজে নাশিব।
অশুচি সুখেরই কোলে, কুবৃত্তি হেম-শৃঙ্খলে,
বাঁধিয়ে রাখিব তোমায় সুখসাগরে ভাসিব।

কলুষার প্রবেশ।

কলু। (স্বগত) মহারাজ ত বোধ হচ্ছে বাড়ীর ভিতর থেকে গলাধাক্কা খেয়ে এসে বাইরে মজা লুট্‌ছেন, আমারও সেই দশা উপস্থিত, যেমন হয়েছেন আমার রাজা, আমিও হয়েছি তাঁর তেম্‌নি মন্ত্রী, যাই, দুইজনে মিলে আজকের রাতটা কাটাইগে। (রাজার নিকট আগমন)

শম্ভু। এস এস কলুষ, এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

কলু। (এক পার্শ্বে বসিয়া) এই আস্‌তে দূতের সঙ্গে পথে দেখা হল।

শম্ভু। (মতির প্রতি) তুমি থাম্‌লে যে?

কলু। হাঁ মতিজান্ হোক্, বেস হচ্ছে।

মতি। (হাস্য) শুধু নিরামিষ হলে ত আর মজা হয় না।

শম্ভু। তাই ত বটে, মতিজান্ আমাদের বড় মজলিসি বাইজী, না হবে কেন ?

কলু। (সাহস্যে) মহারাজ! মতিজানের অদৃষ্ট ভাল, মতিজান, রাজরাজরার কাছ ছাড়া থাকে না, মতিজান কি কম লোক, এতদিন দিল্লীর সম্রাট এর হাত ধরা ছিল, এখন আবার মহারাষ্ট্র সম্রাট——

(তিন জনের উচ্চ হাস্য)

শম্ভু। ঠিক বলেছ কলুস, (কিঙ্করের প্রতি) আস্‌বাব লয়ে এস।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

কলু। মতিজান! হোক।

মতি। (স্বগত) আর একটু অপেক্ষা কর, (প্রকাশ্যে) আজে শাদা চখে মজা হবে কেন।

শম্ভু। বেস বলেছ মতিজান! (কলুষার প্রতি) আর কিছু ভাল করে আমোদ করা যাক্, কি বল হে।

কলু। মহারাজের যেমন অভিরুচি।

সুরাপাত্র এবং অন্যান্য উপকরণ লইয়া দুইজন লোকের প্রবেশ ও যথাস্থানে তাহা রক্ষা করতঃ বহির্দ্দেশে প্রস্থান।

শম্ভু। এই যে আমাদের সব এসে উপস্থিত হলো।

কলু। (এক পাত্র ঢালিয়া) মহারাজ! প্রসাদ করুন।

শম্ভু। (পানান্তে বিকৃত-বদনে) পাত্র লও, ধর।

কলু। (আর এক পাত্র লইয়া) মতিজান!

মতি (সহাস্যে) আপনার আগে হউক।

কলু। (পানান্তে আর এক পাত্র লইয়া) মতি! এই ধর, এখন ত হ'ল।

মতি। (স্বগত) এই বুঝি তোমাদের ধর্ম্ম, (প্রকাশ্যে) দিন্।

শম্ভু। ভাল করে একটি গান কর মতিজান!

মতি। কি আজ্ঞা হয়?

কলু। ছায়ানট গাও।

মতি। যে আজ্ঞা।

রাগিণী ছায়ানট—তাল কাওয়ালী।

আশা কি লভিবে বল সে সুখ রতন।
যাহার লাগিয়ে আমি করি প্রাণপণ।
বল রে আমারে মন, পাব কি সে প্রিয় ধন,
সাগর নগর গিরি, করি অন্বেষণ।
সহিয়ে অশেষ ক্লেশে, আসিলাম এ বিদেশে,
মিলে যদি তবে মম ভাগ্য লক্ষ্য ধন।

শম্ভু ও কলুয়া। (একত্রে) আহা, হায়। (হাস্য)

কলু। (আর এক পাত্র ঢালিয়া) মহারাজ!

শম্ভু। (পানান্তে) মতিজানকে আগে দাও। (মতিজানের প্রতি) কেমন?

মতি। (হাস্য) আমার প্রতি এত দয়া।

কলু। (মতিকে এক পাত্র দিয়া) মতি বিবি! আর একটি গাও।

মতি। (পানান্তে) এবার কি আজ্ঞা?

শম্ভু। (সহাস্যে) যা তোমার ইচ্ছা। (নেপথ্যে বন্দুকের শব্দ)

কলু। (বিস্মিত ভাবে) এত বন্দুকের শব্দ হচ্ছে কেন মহারাজ?

মতি। (ঈষদ্ধাস্যে) না, ও কিছু নয়।

রাগ নট নারায়ণ—তাল কাওয়ালী।

ভাবিলাম আগুনে পড়ি হৃদি দহিল।
বিধি হয়ে অনুকূল, অকূলে দিলেন কূল,
এখন দেখি শীতল সরসী-জলে প্রাণ ডুবিল।
ঐ দেখ সুখের কোলে, আশার মৃণাল দোলে,
নাচিছে তাহার সাথে বিকচ কমল।

শম্ভু। (সহাস্যে) এখন যদি ভ্রমর এসে উড়ে বসে।

মতি। মধু-লোভে অন্ধ হয়ে মর্‌বে (হাস্য)।

কলু। আবার ঐ গীতটি গাও মতিজান!

মতি। (সহাস্যে গীত)

ভাবিলাম আগুনে পড়ি হৃদি দহিল।

(নেপথ্যে আল্লা আল্লা হো)

শম্ভু। (বিস্মিত ভাবে) একি এঁ।

(নেপথ্যে আল্লা আল্লা হো)

শম্ভু। আবারও যে কলুষ! সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়েছে, মোগোলেরা রাজ্য আক্রমণ করেছে।

কলু। মহারাজ! ঐ দেখুন শিববাটী জ্বলে উঠ্‌ছে।

শম্ভু। এখন কর্ত্তব্য কি, বল দেখি, মান সম্ভ্রম রাজ্য সকলই যে যায়।

মতি। (কৃত্রিমভয়ে) মহারাজ! আমায় রক্ষা করুন, আমি কি কর্‌ব?

শম্ভু। আর প্রাণ থাক্‌তে তোমার কিছু মাত্র ভয় নাই।

(নেপথ্যে জয় শিব বৈদ্যনাথ হর হর হর)

কলু। মহারাজ! আমাদের সেনাদল প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন আর ভয় নাই। (নেপথ্যে আল্লা আল্লা হো)

শম্ভু। আর ভয় নাই? সর্ব্বনাশ উপস্থিত, দুর্গের মধ্যে যবন প্রবেশ করেছে, শিববাড়ী জ্বল্‌চে। এখনও তুমি বল্‌ছ ভয় নাই? নরাধম, কুক্কুর, বিশ্বাসঘাতক! এখন তোরে চিনিলাম। এই বুঝি তুই সন্ধি করেছিস্, হা নরাধম! তোর কথায় আমি নির্দ্দোষী বন্ধুকে বিনাশ কল্লেম। তোর কুপরামর্শে পতিপ্রাণা, সরলাকে হরণ করে কত যন্ত্রণা দিলাম, আমার সে পাপের ভোগ কোথায় যাবে?

(নেপথ্যে দ্বারে আঘাত দুম্ দুম্ দুম্)

কলু। (কটি হইতে অসি গ্রহণ) মহারাজ! সাবধান হউন, এই দরজা ভাঙ্‌লো।

শম্ভু। (উন্মত্তের ন্যায় অসি হস্তে দাঁড়াইয়া) যে আস্‌বে তারই শিরচ্ছেদ কর্‌ব।

মতি। (কৃত্রিম খেদে) হায় আমি কি কর্‌ব রে।

(নেপথ্যে—দর্‌ওয়াজা ভাঙ্‌ডালা, আল্লা হো আলী আলী)।

শম্ভু। (অসি ঘুরাইয়া দণ্ডায়মান, ও চারি জন শত্রুর প্রবেশ এবং খড়্গাঘাতে নিপাত) কলু্ষ! আর দেখ কি? রক্ষা নাই, প্রাণ থাক্‌তে যত যবন বধ করে নিতে পার। (আল্লা আল্লা হো শব্দে ছয়জন যবনের প্রবেশ ও যুদ্ধ)।

কলু। (দুইজনকে নিপাত করতঃ অপরের প্রতি) এই বার তোর্ মাথা কাট্‌ব।

শম্ভু। (লম্ফ দিয়া এক যবনের স্কন্ধে আঘাত) রে নরাধম বিশ্বাসঘাতকেরা!! এই বুঝি কাফের আরঙ্গজীবের কাজ?

এক যবনের অসি-আঘাতে কলুষা আহত ভাবে পতিত ও
দুই জন যবন কর্ত্তৃক বন্ধনোদ্যোগ, হঠাৎ উগ্রচণ্ডার
বেশে অসি-হস্তে নির্ম্মলার প্রবেশ।

নির্ম্ম। (অসি আঘাতে দুই জন যবনকে বধকরতঃ ভৈরব নৃত্য) কি আমার সাক্ষাতে প্রাণেশ্বরকে বাঁধবি? (ক্ষণকালের জন্য সকলের স্তম্ভিত ভাব) প্রাণেশ্বর! (কলুষার প্রতি) পাপে তোমায় গ্রাস করল, আমার প্রতিজ্ঞা আমি রক্ষা কল্লেম, এই আমার শেষ দেখা, এই দেখ, তোমার জন্য এবং দেশের জন্য এই সমর-বাসরে প্রাণ ত্যাগ করব। (অসি ঘুরাইয়া তীরবেগে যবন-সৈন্য ভেদ করিয়া প্রস্থান)

১ম যবন। (শম্ভুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া) ওস্‌কোভি বাঁধ্।

শম্ভু। (ক্রোধে উহার মুণ্ড ছেদ করতঃ) কি? আমায় বাঁধবি, আয় অগ্রসর হ।

একেবারে বহু যবনের প্রবেশ, আঘাতে শম্ভুর মূর্চ্ছা এবং যবন কর্ত্তৃক বন্ধন।

তৃতীয় দৃশ্য।

নির্জ্জন কানন।

সর। (কপোলে কর বিন্যস্ত করিয়া স্বগত) পাপের পরাজয় চিরকালই, আজ কেন? শম্ভু শিবতুল্য শিবজীর পুত্র, মহারাষ্ট্র কুলের গর্ব্ব, তাঁর আজ অধঃপতন!! পাপেই সর্ব্বনাশ ঘটালে। নরাধম না কল্লে কি, বিশ্বাসঘাতকতা করে প্রাণেশ্বরকে ছলনা করে বধ কল্লে, (ক্রন্দন) আমাকেও বধ কল্লে, উঃ কি কুপ্রবৃত্তি, কি

নীচাশয়তা, সতীর প্রতি অত্যাচার ও কুদৃষ্টি !!! দেখ্‌লেম্ এখনও জগতে ধর্ম্ম আছে, আমারই অভিশাপানলে কুলাঙ্গার সরাজ্যে ধ্বংস হলো, যবনের পদে দলিত হলো, আজ যদি আমার বন্ধু থাকৃতেন, তা হলে কি এ দুর্ঘটনা ঘট্‌তো। হা নরাধম কলুষা ! তুই না ব্রাহ্মণ, তুই না ধার্ম্মিক, এই বুঝি তোর কাজ্? (ক্রন্দন) হায় হায়, আজ্ প্রাণেশ্বর তুমি কোথায় ? আমি ব্যাধের জাল্ থেকে পরিত্রাণ পেয়ে কত কষ্টে এই ভয়ানক জঙ্গলে লুকিয়েছি, এখন আমায় কে রক্ষা করে। আমার জীবনের সাধ কিছু মাত্র নাই, তবে এক পাপের হাত থেকে পাছে আর এক পাপের হাতে পড়ি, সেই ভয়ে কণ্টকের আঁচড়ে শরীর ছিন্ন ভিন্ন করেও পালিয়ে এসেছি। হায় রে, এখনও আমার প্রাণ আছে, আমি অতি পাষাণহৃদয়, না হলে এতদিন পর্য্যন্তও প্রাণকান্তের অনুসর না করে জীবিত আছি। ধিক্ এ ছার জীবনে ! বাবা, তুমিও আমার শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিলে, ছিঃ, এত অর্থপতি হয়েও অর্থলোভে, ছিঃ ছিঃ দুরাচারের প্রলোভনে তোমার এইকাজ ? আর তোমারও মুখাবলোকন কর্‌ব না, আজ জান্‌লেম জগতে আমার আর কেউ নাই। মাকেও আর দেখ্‌ব না, তিনি আমার নাথের অনুসরণ কর্ত্তে বাধা জন্মাবেন। তাঁর রোদনে আমায় আরো ব্যাকুল কর্ব্বে, নির্জ্জনে নীরার স্রোতে এ শরীর ভাসাব।

নেপথ্যে কোলাহল ও দুই জন সৈনিকের প্রবেশ এবং সরলার বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত হওন।

১ম সৈনি। ভাই রক্ষা পেলেম, কিন্তু দুরাচার যবন এখন এখানে না আস্‌লে হয়।

২য় সৈনি। আমার প্রাণের জন্য কোন ভয় নাই, এ সামান্য জীবন গেলেই বা কি আর থাক্‌লিই বা কি, দেশ ত আর রক্ষা

কর্ত্তে পাল্লেম না, রাজা ও গেল, রাজ্য ও গেল, বল্ দেখি ভাই, আর কোন্ সুখে প্রাণ ধারণ করব? যে যবনকে কুক্কুরের চেয়েও অধিক ঘৃণা কর্ত্তেম, এখন তাদেরই দাস হয়ে থাক্‌তে হবে। (মাথায় হাত দিয়া উপবেশন)

১ম সৈনি। তা অমন পাপীর রাজ্য যাবে বৈ কি, যার ধর্ম্ম ছিল না, কর্ম্ম ছিল না, বুদ্ধি ছিল না, তার আবার রাজ্য থাকে কিসে? দেখ, শম্ভুজী, মহারাজ রাজা রামজীকে এখনও কারাগারে পচাচ্ছে, তাঁর মাকে বধ কল্লে, আবার কলুষার পরামর্শে বন্ধুকে মেরে ফেল্লে, এদিকে, বাই খেমটা নে আমোদ, ওদিকে, শত্রুতে দুর্গ পরিপূর্ণ হলো, তবু যার চৈতন্য নাই, তার দেশে কেন না এমন হবে। যা হবার তা হয়ে গেছে, এখন পোষাক ছাড়, এই জঙ্গলে, লুকিয়ে রেখে যাই, এ বেশে গেলে যবনেরা মার্‌বে, একবার কাটুরের বেশে বেরুতে পারি কি না দেখি, (অসি দূরে নিক্ষেপ করিয়া) যাক্, এতে এখন আর আমাদের কাজ কি? (অঙ্গের বস্ত্র খুলিতে খুলিতে) অল্পের জন্য প্রাণটা যায় নাই।

২য় সৈনি। (বস্ত্র খুলিতে খুলিতে) মহাদেব, এ কি হলো, রাজা হারালেম, রাজ্য গেল, পরাধীন হতে হলো! তবে মিছে এ জীবন ভার বহন কর্‌ব, জননী কি আমাদিগকে এই ভীরুর ন্যায় মরিবার জন্য প্রসব করেছিলেন? (ক্রন্দন) ভাই, কি করি এখন, এই কি বীরোচিত ধর্ম্ম। চল না হয়, বীরের মতই মরিগে, তথাপি অধীনতা-শৃঙ্খল ভার বহন কর্‌ব না, ভাই ভয় কি? আমাদিগকে কার সাধ্য বন্দী কর্‌বে, আগে যত পারি যবন বধ কর্‌ব, পরে বীরের মত শরীর ত্যাগ কর্‌ব।

১ম সৈনি। (মুখভঙ্গী করিয়া) যাও তুমি করগে, বীরপনা দেখা গিয়াছে। তোমার ইচ্ছে যায় মরগে, আমি কেন মর্‌তে

ব রে। দেশ, দেশ, দেশ, ওঁর নাজা নাজা নাজা, কচু পোড়া খাও, ছাড়্ শীগ্‌গির কাপড় ছাড়্, এখন কোন্ পথে পালাবি তাই ভাখ্। (বস্ত্র অর্দ্ধেক পরিত্যাগ)

২য় সৈনি। (স্বগত) বন্ধু যা বলেছিলেন, তাই হলো, তিনি বলেছিলেন, আরঙজীবে বিশ্বাস কি, সে সন্ধিবন্ধনও সহজে ছিঁড়্তে পারে। তাই ত হলো, হায়, যদি দুই দণ্ড আগেও জান্‌তেম, যবনেরা আক্রমণ করবে, তা হলেও হতো, নরাধমেরা চোরের মত এই সর্ব্বনাশ————

১ম সৈনি। (গায় ধাক্কা দিয়া) আরে কচু পোড়া খেলে, ভাব্‌ছিস কি, যাবি ত—(নেপথ্যে দামামা, এবং এক জনের চীৎকার রবে "পাদসা আরঙজীর এদেশ জয় করেছেন। শম্ভুজী বন্দী হয়েছে, এখন তোমরা দিল্লীর প্রজা, যে অস্বীকার করিবে, তাহার মুণ্ডপাত হইবে। আর যে যে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করবে, তাহাকে চিরকালের জন্য জাইগীর এবং হুজুর বরাবরের খেলাৎ মিল্‌বে।")

২য় সৈনি। (পুনর্ব্বার বস্ত্র পরিয়া ও তরবারি লইয়া), ভাই চল্লেম, এর পর কি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ কর্ত্তে হবে? না, এ হৃদয় এখন যবনের গর্ব্ব সহ্য করতে পার্‌বে না, মহারাষ্ট্র যবনে অধিকার করিল, এ কথা এ কর্ণ যেন আর মুহূর্ত্তের জন্যও না শুনে, আমি মহাবীর শিবজীর সময়ের লোক, আরও যদি কিছু না জানি বীরেরা কেমন করে প্রাণ পরিত্যাগ করে থাকে, তা আমি বিশেষরূপ জানি। শিবজী একদিন আমাদিগকে শিখাইয়াছিলেন যে, প্রাণ যাক্ আর থাকুক্ বিধর্ম্মী যবন যত বধ করিতে পার, এই শেষ সময়ে, মহারাষ্ট্র-পতনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সেই উপদেশ পালন করে জীবন পরিত্যাগ করি। যাই, যে বেটা যবন পাপ মুখে আমাদের হৃদয়ের উপর দাঁড়িয়ে

ঘোষণা দিচ্ছে, আগে ওর মথাটাই কাটি। আর সহ্যকর্‌তে পারি না, দেশের কাছে এ সামান্য জীবন. কোন্ ছার (বেগে গমনোদ্যোগ ও ১ম সৈনিক কর্ত্তৃক ধৃত, এবং বল পূর্ব্বক ছাড়াইয়া অসি ঘুরাইয়া ও সিংহনাদ করিয়া প্রস্থান।)

১ম সৈনি। ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে) সর্ব্বনাশ, মরিতেও ভয় নাই রে। আমি এখন কি করি, এ দেশ কেন, পৃথিবী শুদ্ধ যবনেরা নিলেও ত আমার প্রাণ দিতে পার্ব্ব না, আপ্‌নার কাছে কিছুই নয়। (নেপথ্যে কোলাহল) না প্রাণটাই বুঝি গেল, (অসি মৃত্তিকাভ্যন্তরে রাখিতে রাখিতে) খড়্গ! তুমি এখানে অন্তর্হিত হও, এখন তুমি আমার এক মহাশত্রু, (ব্যস্তভাবে উঠিয়া) কাপড় গুলো এই ত ছাড়লেম, এ উৎপাত আবার কোথায় থুই, (কপ্‌নি পরিধান করতঃ সমস্ত বস্ত্র একত্র করিয়া) কাপড় নে এখন কি করি, নদীর পারে হলে ফেলে রাখ্‌তুম, লোকে ভাব্‌তো মড়ার কাপড়, (কাপড়ের পোঁট্‌লা দূরে নিক্ষেপ) যা, দূর হোক্, (একবার আপনার শরীর দেখিয়া) বেস্ হয়েছে, এখন এক বোঝা কাঠ নে বন্ থেকে বেরুলেই প্রাণটা রক্ষা পায় (কাষ্ঠ এক বোঝা মাথায় করিয়া) এই হয়েছে, এখন বেরুতে পাল্লেই বাঁচি (অগ্রবর্ত্তী হইয়া) উঁহু, এ পথে যাব না, লোকের বড় গোল (অন্য দিকে গমনোদ্যোগ) না, বড় বিপদ, পা যে সরে না, বুক্ দুড় দুড় কচ্ছে, এদিকে শরীরেও বল নাই, কাল্ রাত গেছে, আজ দিনও যায়, প্রায় সন্ধ্যা, কিছু আহার করি নাই। (নেপথ্যে দক্ষিণদিকে কোলাহল) বাপ্‌রে বাপ্‌রে মলেম, যবন বেটারা গর্জ্জে আস্‌ছে, আর বিলম্ব করা নয়, মরি আর বাঁচি এখনই যাই (কাষ্ঠের বোঝা সহ কাঁপিতে কাঁপিতে বাম দিকে বেগে প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

দিল্লীর দরবার।

আরঙ্গজীব এবং তদীয় মন্ত্রী।

আর। (প্রতিহারীর প্রতি) দেলখোস্‌কে লয়ে এস।

প্রতি। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

আর। সহাস্যে)

আহা কি সুখের দিন আজি মম,
শম্ভুরূপী সিংহ আমারি দ্বারেতে
নিষ্পেষিত, মহাদর্প চূর্ণ তার
হইয়াছে এবে, ঈশ্বরের কিবা
অপার করুণা, নতুবা কেমনে
সঙ্কট কাটি, কঙ্কণ গ্রাসিলাম
আমি, মহাদর্পে বান্ধিলাম সুখে
তার অধীশ্বরে, এখন কে রোধে
বধিতে তাহারে ? মম চির-শত্রু,
মম মুষ্টি মধ্যে তাহার জীবন,
পারি তারে এখনি নাশিতে, এই
দণ্ডে বিলাইতে তাহার রমণী

দিল্লীর ভিক্ষুকে, অথবা জ্বলন্ত
আগুনে ছার্ খার্ করি দহিতে
সমূলে সবংশে সয়তান বল,
কিন্তু আর এক সু-আশা আমার
অন্তরে জাগিছে, রাখিব আমার
সুকীর্ত্তি-ধ্বজা, ইতিহাস জগতে
ঘুষিবে অনন্ত কাল সুসভ্য সমাজে,
ভক্তি-মিশ্রভয়ে উচ্চারিবে মম
নাম, আতঙ্কে শিহরিবে স্মরিয়ে
আমার শক্তি সবে, বা আমারই
আদর্শে কেহ, উৎসাহে যুঝিবে
বিপক্ষ-সমরে, কত ভাবী রাজ-
গণ নাশিবে আপন প্রজা, রাজ্য,
শিখিয়া আমার নীতির আশ্চর্য্য
কৌশল, দেখ মন্ত্রী, এবে আমিই
বুদ্ধিমান, আমিই একাকী বলে
নিখিলের নাথ, কলে সকলের
নেতা, দেখ কৌশলেতে বান্ধিলাম
দুরন্ত পিতারে বেগে উৎপাটি
তাহার নয়ন, কুবুদ্ধি সুজারে
দেখ কেমনে ডুবাইলাম, তরী
উলটিয়ে তার অগাধ সলিলে ;
মরিল সবংশে কাফের কুমতি।

আবার দুরাশার লোভনে পড়ি
পাছে কুমার মামুদ, কুচক্রেতে
কাড়ি লয় দিল্লী-সিংহাসন, কারা-
বাসে রেখে পাছে কৌশলে আমায়,
যেমতি পিতারে আমি রাখিয়াছি
করি বৃদ্ধে কত বিড়ম্বনা, দেখ
সেই ভয়ে কি কৌশলে পাঠিয়েছি এ
মোর দুরন্ত কুমারে দূর দেশে
তারে বিনাদেশে কভু নাহি দেই
আসিতে রাজ-দরবারে, মন্ত্রণা
জালেতে জড়ি ঘূরিছে অনিবার।
আর দেখ কি ছলে পাঠায়ে দূতী
ফাঁদ পাতি ধরিলাম অনায়াসে
কলুষ দুরন্ত শম্ভুরে, দেখ
দুর্গতি তাহার, কাফেরে আনিব
আজি পবিত্র আলোকে, নিষ্কণ্টক
করিব মহারাষ্ট্র, স্থাপিয়া তাহারে
পুনঃ নিজ-সিংহাসনে, উড়াইব
যশের নিশান, দিগন্ত প্রসারি
করি তর্ তর্—কি বল হে ?

মন্ত্রী। বটেই ত, জনাব !

দেলখোসের প্রবেশ।

আর। (সহাস্যে) দেলখোস ! তুমি কি নামে সেখানে পরিচয় দিয়েছিলে ?

দেল। জনাব! 'মতিজান' বলে।

আর। কেমন ছিলে কয় দিন?

দেল। বড় আদরেই ছিলাম।

আর। আদরে ছিলে বলেই ত উপকারীরে এত যত্নে সঙ্গে এনেছ। (হাস্য)

দেল। হুজুরের তক্ত ঈশ্বর বজায় রাখুন, জনাবের্ কৃপায় সকলেই কর্তে পারি।

আর। এত যত্নে ছিলে, তাঁর নেমক্ খেয়েছ, তবু কি তাঁর প্রতি তোমার দয়া হয় নাই? তোমার মন কি তাঁর জন্য এখন একটুও বিচলিত হয় না? তোমার হৃদয় কেমন?

দেল। আমার কি আর সে হৃদয় এখনও আছে?

নারীর ঐশ্বর্য্য দয়া সতীত্ব রতন।
আছে কি সে সব বল আমার এখন।
অসময়ে উপহার দিয়েছি তোমার।
এখন হৃদয় মম কঠিনতাময়।

আর। (ঈষদ্ধাস্যে) বটে।

বাহক কর্ত্তৃক পিঞ্জরাবদ্ধ শম্ভুজীকে আনয়ন,
সঙ্গে চারিজন অস্ত্রধারী রক্ষক।

আর। জীবন্ত ব্যাঘ্র ধরে আন্‌ছে, উঃ।

দেল। (প্রস্থানোদ্যত) বড় লজ্জা বোধ হচ্ছে, যাই।

আর। না, তা হবে না, দাঁড়াও, তামাসা দেখ।

(পিঞ্জর বাদসাহের সম্মুখে কিছু দূরে সংস্থাপন)

দেল। (একপার্শ্বে অবগুণ্ঠনবতী হইয়া) অহো হো।

আর। (শম্ভুর প্রতি ব্যঙ্গস্বরে) মহারাজ! ও গো শিব্‌জীর সুসন্তান! (দেলকে দেখাইয়া) একে চিন্তে পারেন কি?

শম্ভু। (সক্রোধে) ও দিল্লীর পিশাচ-দলপতির মা।

আর। কি, এখনও কি হৃদয়ে ভয় হচ্ছে না! এখনও কি মহারাষ্ট্রের সিংহাসনে বসে কথা বল্‌ছেন্?

শম্ভু। (দন্ত কড়মড় করিয়া) কার ভয় কর্‌ব রে নরাধম! মহারাষ্ট্রের হৃদয়ে ঈশ্বর ভয়ের চিত্র রাখিবার স্থান্ রাখেন নাই।

আর। কাফের! সাবধান হয়ে কথা বল, নতুবা তোমার জিহ্বা তীক্ষ্ণাস্ত্রে এখনই কেটে ফেল্‌ব।

শম্ভু। (বিকট হাস্যে) ও ভয়ে আমার শরীর কুণ্ঠিত নয়, হস্তপদবদ্ধ এবং জালে জড়িত সিংহও গর্দ্দভের পদাঘাত সহ্য করে থাকে।

আর। (সক্রোধে) জীবনে সাধ থাক্‌লে, বুদ্ধিমান লোকের এরূপ করা উচিত নয়, কেন আপনার মৃত্যু আপনি আহ্বান কর্‌ছ। দেখ, এখন তোমার যেরূপ অবস্থা, আমি ইচ্ছা কর্‌লেই তোমার জীবন-দণ্ড কর্ত্তে পারি।

শম্ভু। (সক্রোধে) তোর মত লোকেই প্রতি দণ্ডে জীবনের ভয় করুক, যে জীবনের ভয়ে প্রাণাধিক সহোদরের প্রাণবধ কর্ত্তে পারে, বৃদ্ধ পিতার দুর্দ্দশা করে কারাগারে নিক্ষেপ কর্ত্তে পারে, ইন্দ্রিয়ের দাস হয়ে সহোদরার সতীত্ব হরণ কর্ত্তে পারে, সে সকলই পারে, সে সন্ধিবন্ধনও ছিন্ন কর্ত্তে পারে, এবং আপনার মাকেও দূতী স্বরূপ শত্রুর গৃহে পাঠিয়ে শত্রুর সর্ব্বনাশ কর্ত্তে পারে।

আর। সয়তান! তোমার যম নিকটবর্ত্তী। কিন্তু তোমাকে এখনও ক্ষমা কর্‌তে পারি। যদি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ কর, তবে এখনই তোমাকে মুক্ত করে আপন রাজ্য দান কর্‌ব। তুমি দিল্লীর আশ্রিত হয়ে থাকবে।

শম্ভু। কি বল্লি রে নরাধম, কুক্কুর নরকের দূত! তোর ধর্ম্ম

গ্রহণ করব, আমি তোর যুক্তি-হীন অধর্ম্মময় কোরাণে প্রস্রাব করি।

আর। (কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া) তো বা, তো বা, (অস্ত্রধারীর প্রতি) এই কাফেরকে এখনই আমার সাক্ষাতে ছিন্ন-ভিন্ন করে প্রাণ বধ কর ?

(চারিদিক্ হইতে পিঞ্জরের মধ্যে বড়শার আঘাত)।

শম্ভু। (বেদনামিশ্র ভক্তিস্বরে) হে শিব, হে শম্ভু, হে কৃপাময়! মম দুষ্কৃতি হর, হে ব্রহ্মা, হে সর্ব্বেশ্বর, পাপী-জন কলুষ-নিবারং দেহি তব সকরুণ পদাশ্রয়ং ত্রিপুরারি ভকতবৎসল!

(ক্রমে ক্ষীণ স্বরে ছট্‌ফট করিয়া মৃত্যু)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

আরঙ্গজীবের বিশ্রাম-গৃহ।

আর। (স্বগত) সন্দেহই আমার প্রধান মন্ত্রী, এ পর্য্যন্ত যত বাধা বিঘ্ন কাটালেম সমস্তই সন্দেহের জন্য, আমার যখনই একটী বিপদ উপস্থিত হয়, অমনি তার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে একটী সন্দেহের ছায়া এসে নাচিতে থাকে। এখন আর এক নূতন সন্দেহে আমার হৃদয় উদ্বেল হচ্ছে। ইহা ঘোরতর সন্দেহের বিষয়ই বটে। হারুনআলরসীদ বলে গিয়াছেন, স্ত্রী জাতির প্রতি বিশ্বাস বুদ্ধিমান পুরুষেরা কখনও করেন না। অতএব দেলখোসের প্রতি আমার কোনক্রমে বিশ্বাস করা উচিত নয়। স্ত্রী জাতির প্রতি বিশ্বাস কি ? বিশেষতঃ সে আমার পরামর্শে শম্ভুজীর যেমন

সর্ব্বনাশ কর্‌লে, আর কোন ব্যক্তির প্রলোভনে আমার প্রতিও ত ঐরূপ ব্যবহার কর্‌তে পারে, অতএব উহার বিনাশ সাধনই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। তাই বা কি করে হয়, স্ত্রীলোক বধ করাও ত বীরের ধর্ম্ম নয়, যাহোক, রাজ্যের কণ্টক পরিষ্কার কর্‌তে হলে, তাও কর্ত্তব্য। পাপিনীরে স্বহস্তে গোপনে বধ কর্‌ব, যাতে আর জন প্রাণী মাত্রও এ কথা জান্‌তে না পারে। যাই এখন কোন রকম করে দুশ্চারিণীকে এই স্থানে লয়ে আসি।

[বহির্দ্দেশে প্রস্থান।

ক্ষণকাল পরে বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিতা
দেলখোসের প্রবেশ।

দেল। আজ আমার আনন্দের সীমা পরিসীমা নাই। আজ আমি বাদসাহের গৃহিণী হলেম, নরনাথ আজ প্রসন্ন বদনে আমায় সজ্জিত হয়ে তাঁর বিশ্রাম-গৃহে আস্‌তে বল্লেন, আমার মনে পড়ে এক দিন বেগম সাহেব বাদসাহের কত পায় ধরে অনুনয় বিনয় করেও তাঁহার এই নিভৃত কক্ষে আস্‌তে পারেন নাই। যে সুখময় স্থানে অপ্সরাও অধিকার পায় না, আজ আমি সেই খানে বিরাজ কর্‌ছি। (স্বর্ণমণ্ডিত খট্টায় উপবেশন) আহা, আজ আমি সশরীরে স্বর্গে গেলেম, শরীর জুড়াল, আহা এ কি আমার সুখ স্বপ্ন!! আজ আমার মনে যত সুখ, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডেও এত সুখের স্থান হয় না,———(নেপথ্যে পদশব্দ) এই বুঝি বাদসাহ আস্‌ছেন, আসুন, এখন ওঁকে আজ কি ভাবে সম্ভাষণ কর্‌ব, তাই ভাবি (একবার মুকুরে মুখ দেখিয়া) একটি পান খাই, তবে ওষ্ঠ দুখানি সুন্দর লাল হবে এখন। (তাম্বুল-করঙ্ক হইতে তাম্বুল লইয়া) আহা কি সুগন্ধময়——

অসি-হস্তে আরঙ্গজীবের প্রবেশ।

আর। (দ্বার রুদ্ধ করিয়া) আয় পিশাচি! উপযুক্ত ফল ভোগ কর। (অসি উত্তোলন এবং দেলখোসের মূর্চ্ছা ও পতন) এ কি ভয়েই কি মরিয়া যাবে!!

দেল। (চৈতন্যপ্রাপ্তি ও আরঙ্গজীবের পদে পড়িয়া) নরনাথ! দাসীর অপরাধ কি? আমায় বধ কর্‌বেন না; (কাঁপিতে কাঁপিতে) আমায় রক্ষা করুন।

আর। তুই পাপিনী, আবার কবে আমার সর্ব্বনাশ কর্‌বি, চুপ্ কর, নহিলে এখনি তোরে বধ কর্‌ব।

দেল। প্রভু আশা দে কেউ এমন নিরাশ করে না।

আর। (ক্রোধে জ্বলিয়া) কি বলিস্ বান্দি! তোর মুখে এত বড় কথা! (আবার খড়্গোত্তোলন) পা ছেড়ে দে।

দেল। নরনাথ! এ পদ আমি ছাড়ব না, আমি এ পর্য্যন্ত যত পাপ করেছি, সকলই এই পদের আশায়, যদি মরি, আমি এই চরণ বক্ষে ধারণ করে মর্‌ব, (উচ্চস্বরে ক্রন্দন)

আর। পাপিনী, তোর এ বাগ্‌জালে এ পাষাণ-হৃদয় গলিবার নয়, এই তোর সমুচিত ফল ভোগ কর, এবং আমিও নিশ্চিন্ত হই। (খড়্গাঘাত)

দেল। ধর্ম্ম! সকল পাপেরই শাস্তি আছে। (মৃত্যু)

(আকাশে গভীর মেঘ-গর্জ্জন)

শেষ দৃশ্য।

রজনী।

গিরিতল-বাহিনী ক্ষুদ্র তটিনী।

সরলা উপবিষ্টা।

সর। নাথ! এস, দেখ এসে তোমার প্রাণের সরলা আজ্ স্রোতে ডুবে মরে। আমি অধীর হয়েছি, আর কত কাল এ দুঃখ-পূর্ণ হৃদয়-ভার বহন করব, এই আমার সুসময় উপস্থিত হয়েছে। এখনই ডুবে মরি,সকল তাপ এ গিরিতল-প্রবাহিনীর স্নিগ্ধ সলিলে জুড়াক্, হায়! নির্ম্মলা দিদি বলেছিল, কৌতুক করে বলেছিল, "তুই যে বন্ধুর ছবি চিত্র করেছিস্ এ পাপে অগাধ জলে ডুবে মর্‌বি" সেই নির্ম্মলা দিদির কথাই কি ঠিক্ হলো? হায়, পবিত্র প্রণয়ের কি এই পুরস্কার? বিধির কি এই বিধান? (নেপথ্যে মধুর অব্যক্ত স্বর) আহা! কে এমন মধুর স্বর-লহরীতে দিক বিভাসিত কর্‌ছে, এ পোড়া কঙ্কণে এত সুখ আজ কার, যে অবধি রাজ্য মোগলের হাতে গিয়াছে, সেই দিন থেকে চারি দিক্ হতে অবিশ্রান্ত ক্রন্দন-ধ্বনি শুন্‌ছি (স্বর ক্রমে নিকটে অনুভব) স্বর যে ক্রমেই নিকটে বোধ হচ্ছে (আরও নিকটে অনুভব) ওঃ, এ যে একেবারে নিকটে, এ গভীর রাত্রে কেই বা আনন্দে গান কর্ত্তে কর্ত্তে আস্‌ছে। (নেপথ্যে গীত)

কুসুম-নিগড় ছিড়ল, বেদনায় হৃদি দহল,
আশা-তরু শুকায়ল রে।
সুরয ডুবল, বিভাবরী আওল,
চন্দ্রমা না বিকাশল রে,

কমল আখ মুদল, কুমুদ সুখে মাতল,
তবু নাহি পাওল বল্লভ রে।
ভাবি ভাবি লুটায়ল, শির কত কুটায়ল,
সুখ আকাশ-কুসুম ভেল রে।

(ব্যস্ত ভাবে দাঁড়াইয়া) আহা কি মধুময় স্বর।

গান করিতে করিতে কতকগুলি ফুল ও মাল্য সহ পাগলিনীর প্রবেশ।

ওমা একি, পাগল না কি, ঈশ্বর আমাকে পাগল কর্‌লেন না কেন? আহা, পাগলের সর্ব্বদাই আনন্দ, না জানে সুখ, না জানে অসুখ। আমি পালাব, না সাহস করে দাঁড়িয়ে থাকি, ও এসে আমায় বধ করুক।

পাগ। (তটিনী-তীরে দাঁড়াইয়া গীত)

চল কল্লোলিনি! কল কল কলে,
ধর মম মালা, পর তব গলে,

(জলে মাল্য দান)

আনন্দে নাচিয়া উছলিত বেগে
যাওলো সজনি! সাগরের কোলে।

(এক বার ঘুরিয়া নৃত্য)

তুমি ত সুখিনী এ বিপুল ভবে
সুখেতে মগনা পতি-কোলে হবে,
দেখি, যাও প্রিয়ে আনন্দ উছলে।

(ঘুরিয়া নৃত্য)

দাঁড়াও দাঁড়াও সখি! লও দুটী ফুল,
কানেতে পরিবে যদি কুসুমের দুল,

ধর্ দিদি উন্মাদিনী অটলের কুল,

(জলে ফুল দান)

অটল সুখেতে থেক অম্বুরাশি কোলে ॥

সর। (দৌড়াইয়া পাগলিনীর গলা ধরিয়া) বুঝেছি বুঝেছি, নির্ম্মলা দিদি, তুই পাগল হয়েছিস্, দিদি, তোরই প্রেম সুগাঢ়, তুই শোকে দুঃখে পাগল হয়েছিস্, দিদি, তোরই প্রেম পবিত্র, ঈশ্বর সন্তুষ্ট হয়ে তোরে শোক দুঃখ হতে মুক্ত করেছেন, তুই ছিলি আনন্দময়ী, হয়েছিসও আনন্দময়ী, ও দিদি, আমায় তোর সাথি কর, আমার হৃদয় জুড়ুক্, আমি বাঁচিনে—

পাগ। (এক দৃষ্টে সরলার মুখ পানে চাহিয়া ঊর্দ্ধ হস্তে গীত)

রাগিণী বেহাগ—তাল রূপক।

প্রেমানন হের রে তাঁহার।
অনন্ত শক্তি, অনন্ত জ্যোতি নাহি উপমা তাঁর ॥
(স্মরিলে) রহে না শোক, রহে না তাপ,
রহে না হৃদয়-ভার, সকল সুখে মাতি যাই
যখন থাকি সাথে তাঁর ॥
না রহে সংসার-জ্বালা, তিনি সুখের-সিন্ধু,
সকল সময় বন্ধু তিনিই গতি অগতির ॥
এ তাঁহারই প্রাণ আসে যদি কাজে তাঁর,
ছাড়ি যাব অনায়াসে, তাঁরে করিব দান।

(কড়্ কড়্ শব্দে হঠাৎ বজ্রপাত ও উভয়ের নদীর স্রোতে পতন।)

যবনিকা পতন।

সম্পূর্ণ।

ESTD-1888